এই পথ চলা

শুজা রশীদ

আমেরিকাঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে – ৫

আমার পরবর্তি গন্তব্য ওয়াইওমিংয়ে অবস্থিত বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। সেখানে রকি পর্বতমালার মাঝে ওয়াইওমিং এবং মনটানার সীমান্তে অবস্থিত ছোট্ট শহর ওয়েস্ট ইয়েলোস্টোনে রাতে থাকার পরিকল্পনা। ডেভিলস টাওয়ার থেকে ইয়েলোস্টোন পার্ক ৫৫০ মাইল। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্য ডুবতে ডুবতে আটটা বাজে। সুতরাং আমি খুব একটা চিন্তিত নই। বড় জোর ঘন্টা সাতেকের ড্রাইভ। রাত হবার আগে সহজেই পৌঁছে যেতে পারব।

মনটানার ভেতর দিয়ে ইন্টারস্টেট ফ্রি ওয়ে ৯০ নিয়ে এগিয়ে যাই লিভিংস্টোন পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে পেলাম হাইওয়ে ৮৯। এই রাস্তাই আমাকে নিয়ে গেল ওয়াইওমিংয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ইয়েলোস্টোন পার্কে। আমেরিকায় অনেক ন্যাশানাল পার্ক আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এই পার্কটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একাধারে অপুর্ব এবং মনমুগ্ধকর। নানা ধরনের গাছ পালা এবং উদ্ভিদের যে সমারোহ এখানে চোখে পড়ে তা না দেখলে তার সম্পূর্ণ সৌন্দর্যটা অনুভব করা কষ্টকর। কিন্তু এই স্থানটিকে ১৮৭২ সালে আমেরিকার প্রথম ন্যাশানাল পার্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার পেছনে প্রধান কারণ ছিল গেইসার (এক ধরনের বিশেষ জলপ্রবাহ যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর উদ্গীরিত হয়)।

ওল্ড ফেইথফুল গেইসার

এখানে অবস্থিত একটি গেইসার – ওল্ড ফেইথফুল যা সমুদ্র সীমার এক মাইল উঁচুতে অবস্থিত এবং গড়ে প্রতি ৯১ মিনিট পর পর পানি উদ্গীরন করে –

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভৌগলিক ফিচার হিসাবে পরিগণিত। এই গেইসারটির উদ্গীরনের উচ্চতা হচ্ছে ১৮৫ ফুট। পৃথিবীর অধিকাংশ গেইসার এই পার্কে অবস্থিত। আমার মনে আছে ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম গেইসাররা একটা ধরাবাঁধা সময় পর পর উদ্গীরিত হয়। কিন্তু এখানে এসে ভিন্ন তথ্য পেলাম। গেইসাররা আসলে কোন ধরাবাঁধা সময় পর পর উদ্গীরিত হয় না, বরং একটা সময়সীমার মধ্যে হয়। ওল্ড ফেইথফুল উদ্গীরিত হয় প্রতি ৪৫ থেকে ১২৫ মিনিটের মধ্যে। ওল্ড ফেইথফুলে আমি যখন পৌঁছালাম তার কিছুক্ষন আগেই একটা উদ্গীরন হয়ে গেছে। ফলে আমাকে প্রায় এক ঘন্টার মত অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার অপেক্ষা করাটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা স্বার্থক।

হট স্প্রিংগস

এই পার্কে প্রচুর হট স্প্রিংগস আছে, যেখানে পানি সারাক্ষণ ফুটছে । কিছু বেশ বড় আবার কিছু খুব ছোট ছোট। দেখার মত দৃশ্য। দেখলাম সবাই খুব উপভোগ করছে প্রকৃতির এই অভিনব উপহার।

এই পার্কের ভেতরে অনেক কিছু করার আছে। অনেকেই হাইকিং, ক্যাম্পিং করে, আবার অনেকে আমার মত ভেতর দিয়ে ড্রাইভ করে ঘোরে। আমি ড্রাইভ করে যাবার সময় বেশ কিছু জীব জন্তু দেখলাম। তার মধ্যে বিশেষভাবে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তারা হচ্ছে - এল্ক, বাইসন এবং গ্রিজলি বিয়ার।

এল্ক

গ্রিজলি ভালুক

সারাদিন ইয়েলোস্টোন পার্কে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ওয়েস্ট ইয়েলোস্টোনে এলাম। এটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছোট একটা শহর। রকি পর্বতমালায় ৭০০০ ফুট উপরে এর অবস্থান। মোটেল আগেই বুক করে এসেছি। ভাগ্য ভালো যে করেছিলাম। কারণ এসে দেখলাম সব হোটেল মোটেলে ভীষণ ভীড়।

ওয়েস্ট ইয়েলোস্টোন টাউন

এখানে থেকে পে ফোন ব্যবহার করে বাংলাদেশে বাবা-মাকে ফোন করলাম।

তারা দু' জনাই আমার খবর পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমার বাবা নিজেই আমেরিকার বিশাল এক ম্যাপ কিনে কোথায় কি সব মুখস্ত করে ফেলেছেন। তার সাথে কথা বলে মনে হল এই সব পথ ঘাট তার মুখস্ত।

(পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে এক অজানা অচেনা ছোট পাহাড়ী শহরের এক ক্ষুদে মোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পে ফোনে বাবা- মায়ের সাথে কথা বলছি, সে দৃশ্য আজ যখন ভাবি আমার সমস্ত হৃদয় এক অসম্ভব ভালো লাগায় ভরে ওঠে। আমার বাবা চলে গেছেন কিন্তু তার সেই আগ্রহ উদ্দীপনা আজীবন আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে।)

(চলবে)